পটুয়াখালী যৌনপল্লীর বর্তমান প্রেক্ষাপট

পটুয়াখালী যৌনপল্লীর কর্মীরা সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল । বর্তমানে তারা শিক্ষা, চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা পা"ছ সমাজের অন্য নাগরিকদের মতো। তাদের অধিকার সম্স্লর্কে সচেষ্ট হয়েছে তারা । আর এসবের পিছনে কাজ করেছে বিভিন্ন এনজিও সে"ছাসেবী সংস্থা।

পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বেশিরভাগ নারী যৌন পেশায় এসেছে। কিন্তু যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের অবস্থা না করে পটুয়াখালী শহরে উ"ছেদ কমিটি গঠিত হয়। অপরদিকে যৌন কর্মী পুনর্বাসনের লক্ষে এডিআরসি নামক কমিটি গঠন করা হয়। এ ঘটনাটি ছিল ২০০২ সালে। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ বিভিন্ন এনজিও যৌন কর্মীদেরকে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করা এবং পুনর্বাসনের চেষ্টা চালিয়ে যা"ছ। পটুয়াখালী শহরের প্রাণকেন্দ্রে পতিতালয়টি অবস্থিত। এটি সরকার অনুমোদিত। বর্তমানে পতিতালয়টিতে মোট ৫৬ জন যৌনকর্মী বসবাস করছে। এদের মধ্যে ১৫ জন যৌনকর্মী অক্ষম। তাদের অনেকের বয়স ৫০/৬০ বছর পেরিয়ে গেছে। তারা কর্মহীন হওয়ায় সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

যৌনকর্মী কলি বিউটি, আলেয়া, সালমা, মঞ্জু বলেন, 'আমরা পারিবারিক সামাজিক নির্যাতন ও প্রেম প্রতারণার শিকার হয়ে অন্ধ গলির বাসিন্দা হয়েছি। কোনো রকম বেঁচে থাকার জন্য এ পেশায় কাজ করছি। কিন্তু এখানেও একসময় শান্ ছিল না। চাঁদাবাজরা চাঁদা নিত, মাদকসেবীরা মদ, গাঁজার আসর বসাত। আমাদেরকে অহরহ ঠকাত। আমরা বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা, অধিকার ও সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ পেয়েছি। এখন আমরা লেখতে, পড়তে পারি। আমাদেরকে কেউ ঠকাতে পারছে না।

যৌনপল্লীতে ৩টি এনজিও কার্যক্রম চালা"ছ। এনজিওগুলো হ"ছ স্মিড ট্রাস্ট, বিডব্লিউ এইচসি ও কামুস প্রমুখ। যৌনকর্মীরা চিকিৎসা সেবা পেত না। ওরা হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিকে স্বাস্থ সেবা নিতে গেলে সংশ্লিষ্টরা তিরস্কার করত। স্বাস্থ্যসেবা পেত না। ফলে যৌন পল্লীতে অসুস্থ বিসুখ লেগেই থাকত। আজ ওরা বিভিন্ন এনজিওদের সহায়তায় স্বাস্থ্যসেবা পা"ছ। যৌনকর্মীদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত না। যৌনকর্মীর সন্ান বলে ওরা স্কুলে ভর্তি হতে পারত না। যৌনকর্মীদের মধ্যে এ অবস্থায় একজন ঠিকানা গোপন রেখে স্কুলে ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করেছিলেন। বর্তমানে যৌনকর্মীদের সন্ানরা এনজিওদের সহায়তায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারছে।

পটুয়াখালী যৌনপল্লীতে মোট ৩৮ শিশুর মধ্যে ১৪ জন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। অবশিষ্ট শিশুরা ডে কেয়ারে লেখাপড়া করে।

স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সরাসরি কাজ করে বিডব্লিউএইচসি ও কার্যস। তারা এইচআইভি-এর ওপর বিশেষ গুর"ত্ব দিয়ে থাকে। যৌনকর্মীদের মধ্যে ৩ জন স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়মিত কাজ করে যা"ছন।
যৌন কর্মীদের মধ্যে ১৮ জন বিকল্প পেশায় নিয়োজিত আছেন। এদের মধ্যে কম্স্লিউটরে ১ জন, বিউটি পার্লারে ৪৮ জন, স্বাস্থ্যকর্মী ৩ জন সক্রিয়ভাবে কাজ করে যা"ছ। এছাড়া অন্যান্যরা ব্লক বাটি, কারচুপির প্রশিক্ষণ নি"ছন।
মাদক ব্যবসা, মাদকসেবী নিরোধ কল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও স্স্লীড ট্রাষ্ট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।
বিভিন্ন এনজিওর উদ্যোগে এখানকার জেলার, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পুর্বের তুলনায় বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেক (৯০%) সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষ মারা গেলে ধর্মীয় বিধিবিধান অনুযায়ী শেষকৃত্য করা হয়। কিন্তু যৌনকর্মীদের মধ্যে ইতিপুর্বে যারা মারা গেছে তাদের শেষ কৃত্য হয়েছিল ভোলা কিংবা দুরের কোথাও লাশ ফেলে রাখা। কিন্তু সে"ছাসেবী সংস্থা স্মিড ট্রাস্ট সমাজের কুসংস্কার দুর করে যৌন কর্মীদের মৃত্যুর পর ধর্মীয় বিধিবিধান অনুযায়ী শেষ কৃত্য সম্মন্ন করছে। যৌনকর্মী সালেহার মৃত্যু হলে স্স্লিড ট্রাস্ট তার লাশ দাফন করে।

দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে অসহায় পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য আজ কাজুলী যৌনকর্মী। কাজুলীর সংসারে মা-বাবাসহ ৭ বোন ৩ ভাই। ভাইবোনদের পড়াশোনা করানোর মতো সামর্থ্যও ছিল না কাজুলীর বাবার। কাজুলীর বাড়ি যশোর জেলার

শংকরপুর গ্রামে গোলপাতা মসজিদের পাশে। কাজুলী খুব সুন্দরী। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় কাজ করত, বিশেষ করে বাসা বাড়িতে কাজ করতো, তখন অনেকেই তাকে যৌননির্যাতন করত, অযথা গায়ে হাত দিত। প্যারালাইসিস ক্লিনিকে যখন কাজুলী কাজ করত সুমন চৌধুরী নামক এক বড়লোকের ছেলে তাকে ভালবাসে। সুমন চৌধুরী একপর্যায়ে কাজুলীকে বিয়ে করে গোপনে। কাজুলীর শ্বশুর-শাশুরি, বিত্তবান বলে মেনে নেয়নি তাদের বিয়ে। একপর্যায়ে তার শ্বশুর তার স্বামী সুমন চৌধুরীকে কলাকৌশলে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। যখন তার স্বামী বিদেশে যান তখন কাজুলী ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, এরপরে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

কাজুলী কাজ বেছে নেয় ঢাকার ১টি গার্মেন্টসে। সন্তান তার মায়ের কাছে থাকে। গার্মেন্টস-এর সুপারভাইজার কাজুলীকে ১ দিন ধর্ষণ করে। কাজুলী ভালোভাবে আর বেঁচে থাকাতে পারলো না। এক দিকে সংসারের অভাব-অনটন অন্যদিকে পুরুষের লোভ লালসার শিকার। কাজুলী বড় বোন লাকী আপার কাছে যায়। সে ঢাকায় আবাসিক কলগার্ল হিসেবে কাজ করে। তখন থেকেই কাজুলী যৌনকর্মী পেশায় নেমে যায়। কাজুলী অনেক ভেবেচিন্তে এই পেশাকে মনে প্রাণে মেনে নেয়। এমন থেকে কাজুলী আয় উপার্জন করছে এবং তা দিয়ে তার মা বাবা ভাই বোনকে খাওয়াচ্ছে এবং সন্তানকে মানুষ করার চেষ্টা করছে। সে পটুয়াখালী পতিতালয়ে ৫ বছর যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করছে।

কাজুলীর বর্তমানে একজন বাবু (কথিত স্বামী) আছে। সে বড়লোক ব্যবসায়ী। সে তাকে সাহায্য করে। স্প্লিড ট্রাস্টের উদ্যোগে সে পার্লারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। তার স্বপ্ন সে বাইরের সমাজে থাকবে। পারলারের কাজ শিখে প্রথমে পারলারে মাসিক বেতনে কাজ করবে। পরে নিজ খরচে পারলার দিবে, এই তার স্বপ্ন। সন্তানকে মানুষ করার ইচ্ছাও তার আছে। বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, কেউ যদি রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে এবং সন্তানকে ভালোবাসে তাহলেই বিয়ে করতে রাজি আছে।

যৌনকর্মীদের সাথে কথা বলে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পাওয়া গেছে–
যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের ধর্ণাঢ্য ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
যৌনকর্মীদের পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতে হবে।
পতিতালয় উচ্ছেদে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
বহুবিয়ে, বাল্যবিয়ে ও যৌতুক প্রথা বন্ধ করতে হবে।
গৃহপরিচারিকার ওপর গৃহকর্তাদের ধর্ষণ ও নির্যাতন রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
এফিডেফিট প্রদানের ক্ষেত্রে আরো সচেতন হতে হবে
অক্ষম যৌনকর্মীদের মধ্যে ভি জি এফ ও ভি জি ডি এর মাধ্যমে সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন।

রিপোর্টটি তৈরি করেছেন : এইচ এম ফোরকান,অনামিকা দত্ত, সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ও শাহ-মাহামুদুর রহমান